যায়যায়দিন

27 ... 2009
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৩ ...

ঢাবি ছাত্রলীগের হল কমিটি সাত বছরেও গঠিত হয়নি

ঢাবি সংবাদদাতা

মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা সম্মেলনের মাধ্যমে হলগুলোতে কমিটি গঠনের দাবি জানালেও কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ নেতারা একমত হতে না পারায় দীর্ঘ সাত বছরে গঠিত হয়নি ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল শাখার কমিটি। ফলে ব্যাহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের চেইন অফ কমান্ড ও প্রাত্যহিক রাজনৈতিক কার্যক্রম।

ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নেতারা একমত হতে পারছেন না

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায়, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ নেতারা একমত হতে না পারায় হল কমিটি হচ্ছে না। এক বছর ধরে ক্যাম্পাসে শোনা যাচ্ছে [illegible] কমিটি গঠনের কথা। শীর্ষ নেতারা বেশ কয়েকবার [illegible] ঘোষণাও দেন। কিন্তু পরে তারা কমিটি গঠন করতে ব্যর্থ হন। জানা যায়, গত বছর এপ্রিলে ডাকসুতে এক সংবাদ সম্মেলনে এক সপ্তাহের মধ্যে কমিটি গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু পরে অদৃশ্য কারণে তা এখনো সম্ভব হয়নি। এ সময় কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নেতাদের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ওঠে।

সর্বশেষ ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে হল কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে ছয় বছর আগে। ২০০২ সালে হল কমিটি গঠনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে দেলোয়ার হোসেন ও হেমায়েত

ঢাবি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ঢাবি : ছাত্রলীগের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উদ্দিন হিমু। কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে লিয়াকত শিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবু। দুই বছর মেয়াদি কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ শেষ হয় ২০০৪ সালে। সেই কমিটিও দেয়া হয়নি দীর্ঘদিন। পরে মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের চাপের মুখে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় ও অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠন করা হয়। এসব কমিটির মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। এসব কমিটি গঠনের পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও ২০০২ সালের পর হল শাখায় নতুন করে কোনো কমিটি গঠিত হয়নি।

হল পর্যায়ে কমিটি দেয়া প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু বলেন, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতেই কমিটি গঠন করা হবে। দলের জন্য ক্ষতিকর কাউকে পদ দেয়া হবে না।

সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অনুরূপ কথা। তিনি বলেন, প্রকৃত ছাত্র ও ছাত্রলীগের যোগ্য কর্মী নিয়েই কমিটি হবে।

সম্প্রতি শেখ হাসিনার নির্দেশের পর হল কমিটি গঠনের কথা নতুনভাবে জোরেশোরে উচ্চারিত হলেও মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা এ কথাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তারা এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এর আগেও বেশ কয়েকবার কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। এমনকি ঘোষণা পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। এর পরেও কমিটি হয়নি। একই সঙ্গে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠে যোগ্যতার ভিত্তিতে কমিটি দেয়ার কথা বলেছেন কেউ কেউ।

মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা জানান, দলকে শক্তিশালী করতে ও তা ধরে রাখতে হলে বিশেষ অঞ্চলের প্রতি বরাবরের সুনজরের ঘটনা ত্যাগ করতে হবে। নতুবা দলের ভেতর জমে থাকা দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। যোগ্যতা ও কাজের মূল্যায়নের প্রতি জোর দিয়ে কমিটি গঠনের কথা বলছেন তারা। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে অসক্রিয় ইসলামী ছাত্র শিবিরের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার প্রতিও জোর দেন তারা।